



সাতটি টেলিভিশনের টক-শো গেস্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণকাল : এপ্রিল, ২০২৬



টেলিভিশন টক-শো অতিথি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ (এপ্রিল ২০২৬)

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে দেশের সাতটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টক-শো অনুষ্ঠান এবং সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহণের ধারা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এপ্রিল ২০২৬-এর ডাটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি প্রধান টেলিভিশন চ্যানেলে (চ্যানেল আই, জি টিভি, যমুনা টিভি, সময় টিভি, চ্যানেল ২৪, একাত্তর টিভি এবং এখন টিভি) সম্প্রচারিত আলোচনাগুলো মূলত রাষ্ট্র সংস্কারের গতিপ্রকৃতি এবং নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করার পর এপ্রিল মাসটি ছিল নবনির্বাচিত সরকারের দ্বিতীয় মাস। এই পর্যবেক্ষণকালে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, নীতিনির্ধারণী আলোচনা এবং ‘জুলাই সনদ’ (July Charter) বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো টেলিভিশন টক শোর আলোচনায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো। নির্ধারিত সময়সীমায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় নির্দিষ্ট কয়েকজন বিশ্লেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ বিভিন্ন চ্যানেলে নিয়মিতভাবে উপস্থিত ছিলেন, যা গণমাধ্যমে আলোচক নির্বাচনের একটি বিশেষ প্রবণতাকে নির্দেশ করে।

আলোচকদের পরিসংখ্যানগত ও গুণগত বিশ্লেষণ

এপ্রিল ২০২৬-এর টক শোগুলোতে আলোচকদের উপস্থিতির সংখ্যা এবং তাদের পেশাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত চিত্র নিচে দেওয়া হলো। এই ডাটাগুলো নির্দেশ করে যে, কোন পেশার বা কোন আদর্শের মানুষেরা বর্তমান বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণী আলোচনায় বেশি প্রভাব ফেলছেন।

শীর্ষ ১০ জন ব্যস্ততম আলোচকের তালিকা

আলোচকের নাম	পেশাগত পরিচয় ও সংশ্লিষ্টতা	মোট উপস্থিতি (বার)	প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু
সরোয়ার তুষার	যুগ্ম-আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	১০	জুলাই সনদ, সংবিধান সংস্কার, রাজপথের আন্দোলন
মাসুদ কামাল	সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক	০৯	আবু সাঈদ হত্যার বিচার, শাসনব্যবস্থা, আশ্বার সংকট
ফজলে হুদা বাবুল	সংসদ সদস্য (এমপি), বিএনপি	০৮	সংসদীয় রাজনীতি, বিরোধী দলের ভূমিকা, সরকারের নীতি
সোহরাব হাসান	সম্পাদক (চর্চা ডটকম) ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক	০৭	দৈনিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, গণতান্ত্রিক রূপান্তর
রেজাউল করিম রনি	সম্পাদক, জবান	০৭	ব্যাংক খাতের লুটপাট, সরকারের ৬০ দিন, সংস্কার বিতর্ক
আশরাফ কায়সার	সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক	০৬	জুলাই সনদের ভবিষ্যৎ, আশ্বার সংকট, সংস্কারে সংশয়
ডা. সাখাওয়াৎ হোসেন সায়ম্বু	চিকিৎসক ও সাধারণ সম্পাদক, জি-নাইন	০৫	জনস্বাস্থ্য (হামের প্রকোপ), ফ্যাসিবাদের বয়ান, বিএনপি'র পথ
জয়নাল আবেদীন শিশির	যুগ্ম সদস্য সচিব, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	০৫	জ্বালানি সংকট, যুদ্ধের প্রভাব, জোটের রাজনীতি
এম এ আজিজ	সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট	০৫	সরকার বনাম ছায়া মন্ত্রিসভা, নেপথ্যের রাজনীতি
মনিরা শারমিন	যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	০৫	সংসদীয় নারী কোটা, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন

চ্যানেল-ভিত্তিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও আলোচকদের ভূমিকা

প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলের নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতি এবং আলোচক নির্বাচনের ধরন বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, চ্যানেলগুলো নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে এপ্রিলের আলোচনাগুলো সাজিয়েছে।

চ্যানেল আই

জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব জয়নাল আবেদীন শিশির এই চ্যানেলে ৪ বার (০২, ১৫, ২২ ও ২৬ এপ্রিল) উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংসদে বিতর্ক থেকে শুরু করে বিএনপি-জামায়াত জোটের হিসাব পর্যন্ত বহুমুখী বিষয়ে কথা বলেছেন। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মোল্লা এম আমজাদ হোসেন ২ বার (০৪ ও ১২ এপ্রিল) এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক কর্নেল (অব.) কাজী শরিফ উদ্দিন ২ বার (০৪ ও ১৫ এপ্রিল) এই চ্যানেলে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন। তারা মূলত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা এবং তেলের রাজনীতির নেপথ্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও, নিরাপত্তা ও রাজনীতি বিশ্লেষক, কর্নেল (অব.) এম এ হক: ২ বার (০৬ ও ১৩ এপ্রিল); বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব ২ বার (০৬ ও ২১ এপ্রিল); সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট এম এ আজিজ: ২ বার (০৯ ও ১৮ এপ্রিল) উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ও রিহাব প্রেসিডেন্ট ড. আলী আফজাল ২ বার (১৪ ও ২০ এপ্রিল) উপস্থিত থেকে আবাসন শিল্পের সম্ভাবনা এবং যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

জি টিভি

সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল ২ বার (০২ ও ১৩ এপ্রিল) এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি, শরিফুজ্জামান শরিফ ২ বার (০৪ ও ১৯ এপ্রিল) এখানে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন। তারা "চ্যালেঞ্জ না সংকট: কোন পথে সরকার?" এবং "সংস্কার বনাম সংশোধন: আসল লড়াই কোথায়?"—এর মতো বিষয়ে সরকারের ৬০ দিনের কার্যক্রমের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

জাতীয় নারীশক্তির আহ্বায়ক মনিরা শারমিন এখানে ১২ এপ্রিল "ভালো মব, খারাপ মব" এবং ২৮ এপ্রিল "কথার কাটায় কাঁপল সংসদ" শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও চিকিৎসক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডা. সাখাওয়াত হোসেন সায়ম্ব: ২ বার (০৫ ও ২৫ এপ্রিল); জবানের সম্পাদক রেজাউল করিম রনি: ২ বার (০৬ ও ২২ এপ্রিল) বিএনপি নেতা রাশেদ খান: ২ বার (১৩ ও ২৮ এপ্রিল) সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক এম এ আজিজ: ২ বার (১৫ ও ২৭ এপ্রিল) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

যমুনা টিভি

বিএনপি'র সংসদ সদস্য ফজলে হুদা বাবুল ৩ বার যমুনা টিভিতে (০২, ১৬ ও ২৬ এপ্রিল) উপস্থিত ছিলেন। তিনি "সংসদ-রাজপথ: সঠিক-বেঠিক" এবং "কী চায় বিরোধী দল" শীর্ষক আলোচনায় সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা ২ বার (১৪ ও ২৬ এপ্রিল) উপস্থিত ছিলেন। তিনি নতুন বছরের রাজনীতি এবং সংসদীয় ভারসাম্য নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। এছাড়া বিএনপি'র সহ-স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আক্তার ২ বার (১৪ ও ২৩ এপ্রিল) উপস্থিত থেকে সংসদের ভেতরে ও বাইরের রাজনীতির পার্থক্যগুলো তুলে ধরেছেন।

সময় টিভি

সময় টিভি এপ্রিল মাসে সবচেয়ে ব্যস্ততম ডিসকোর্স প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এখানে মূলত রাজনৈতিক কৌশল এবং জুলাই সনদ নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছে। সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল এখানে ৪ বার (০৫, ০৯, ১৬ ও ২৪ এপ্রিল) উপস্থিত হয়ে "সংসদে ঐক্য, বাইরে কী?" এবং "আবু সাঈদ হত্যার বিচার" নিয়ে কথা বলেছেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার ৩ বার (০১, ১৩ ও ২২ এপ্রিল) উপস্থিত হয়ে "জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: কে দিচ্ছে ফাঁকি?" এবং "সংবিধান সংস্কার নাকি সংশোধন" নিয়ে বিএনপি'র অবস্থানের সমালোচনা করেছেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক, (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম ২ বার (০৪ ও ১৯ এপ্রিল) উপস্থিত হয়ে "সংসদ না রাজপথ?" এবং "রাজনীতির স্রোতে..." শীর্ষক আলোচনায় ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ ২ বার (১৫ ও ২৭ এপ্রিল) এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আইউবী ২ বার (১৮ ও ২৫ এপ্রিল) উপস্থিত থেকে সংস্কার ও স্বৈরতন্ত্র বিরোধী বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া জবানের সম্পাদক রেজাউল করিম রনি: ২ বার (০২ ও ২৪ এপ্রিল); লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক আশরাফ কায়সার: ২ বার (০৭ ও ২০ এপ্রিল); কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সালাহউদ্দিন আহমেদ রায়হান: ২ বার (০৭ ও ২৮ এপ্রিল) গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আব্দুন নূর তুষার: ২ বার (১০ ও ২২ এপ্রিল) সাংবাদিক ও বিশ্লেষক সাহেদ আলম: ২ বার (১৫ ও ২৩ এপ্রিল) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

চ্যানেল ২৪

চ্যানেল ২৪ মূলত সংস্কারের সংশয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংকটের ওপর আলোকপাত করেছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার (০১, ১২ ও ২৮ এপ্রিল) এবং লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক আশরাফ কায়সার (০১, ১৫ ও ২৮ এপ্রিল) ৩ বার করে উপস্থিত ছিলেন। তারা "জুলাই সনদ-গণভোট বিতর্ক!" এবং "৭১ দিনের রাজনীতি" নিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। চিকিৎসক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডা. সাখাওয়াৎ হোসেন সায়ম্ব ২ বার (০৬ ও ২৬ এপ্রিল) উপস্থিত থেকে "দুই দশকে হামে সর্বোচ্চ মৃত্যু" এবং "পুরোনো পথেই হাঁটছে বিএনপি?" শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও রাজনীতির যোগসূত্র ব্যাখ্যা করেছেন।

একাত্তর টিভি

একাত্তর টিভি মূলত দৈনিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং প্রথাগত রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনা প্রাধান্য দিয়েছে। চর্চার সম্পাদক সোহরাব হাসান ৩ বার (০৪, ১৬ ও ২৬ এপ্রিল) উপস্থিত থেকে দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করেছেন। বিএনপি'র সংসদ সদস্য কামরুজ্জামান রতন (২৬ ও ৩০ এপ্রিল) এবং ফজলে হুদা বাবুল (০৫ ও ১৬ এপ্রিল) ২ বার করে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব, অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর ২ বার (০১ ও ২২ এপ্রিল) উপস্থিত হয়ে "একাত্তর জার্নাল"-এ সংস্কারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক সিরাজুল ইসলাম: ২ বার (০১ ও ০৪ এপ্রিল); সাংবাদিক ইলিয়াস খান: ২ বার (০২ ও ২১ এপ্রিল); আইনজীবী শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক: ২ বার (০২ ও ২১ এপ্রিল); রাজনৈতিক বিশ্লেষক লোটন একরাম: ২ বার (০১ ও ২৫ এপ্রিল) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এখন টিভি

এখন টিভি এপ্রিল মাসে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং দুর্নীতির বিষয়ক টক শো উপস্থাপনা করেছে। অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ড. মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী ২ বার (০৯ ও ১৯ এপ্রিল) উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্যাংক লুটপাট এবং ঋণ খেলাপির দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসিফ শাহান ২ বার (০১ ও ২২ এপ্রিল) উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের কারিগরি দিকগুলো নিয়ে আলোকপাত করেছেন। জবান সম্পাদক রেজাউল করিম রনি ২ বার (১২ ও ১৬ এপ্রিল) উপস্থিত থেকে "এস আলমকে ব্যাংক থেকে বানিয়েছে কারা?" শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া, সিপিবি (CPB)-র সাবেক সাধারণ সম্পাদক, **রুহিন হোসেন প্রিন্স**: ২ বার (০১ ও ০৭ এপ্রিল); ও আইনজীবী **আবু হেনা রাজ্জাকী**: ২ বার (০২ ও ১৯ এপ্রিল) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জেন্ডার রিপ্রেজেন্টেশন

এপ্রিল ২০২৬-এর ডাটা বিশ্লেষণ করলে টক শোগুলোতে লিঙ্গবৈষম্যের এক প্রকট চিত্র ফুটে ওঠে। যদিও টক শোগুলোর উপস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল, কিন্তু আমন্ত্রিত অতিথি বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে নারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। অধিকাংশ টক শোর উপস্থাপক ছিলেন নারী, যেমন: সামান্তা ইসলাম, কাজী জেসিন, দীপ্তি চৌধুরী, তানিয়া রহমান, সুবর্ণা নওয়াদীর। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আলোচনা পরিচালনা করলেও মূল আলোচক হিসেবে নারীদের ডাক পাওয়া ছিল বিরল ঘটনা।

এপ্রিল মাসে যে কয়েকজন নারী নিয়মিত আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তাদের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

নারী আলোচকের নাম	পরিচয়	উপস্থিতির সংখ্যা
মনিরা শারমিন	যুগ্ম আহ্বায়ক, এনসিপি	০৫ বার
অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর	যুগ্ম সদস্যসচিব, এনসিপি	০৩ বার
ড. রিজওয়ানা করিম স্মিথ	সহযোগী অধ্যাপক, জাবি	০৩ বার
শাম্মী আক্তার	সাবেক এমপি, বিএনপি	০২ বার
নিলোফার চৌধুরী মনি	নেত্রী, বিএনপি	০২ বার

এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে, নীতিনির্ধারণী আলোচনায় নারী বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটি এখনো যথেষ্ট সংকুচিত। বিশেষ করে রাজনীতি এবং একাডেমির বাইরে অন্য কোনো পেশার নারী বিশেষজ্ঞদের (যেমন—অর্থনীতিবিদ বা নিরাপত্তা বিশ্লেষক) উপস্থিতি এপ্রিল মাসে দেখা যায়নি।

সামগ্রিক প্রবণতা ও নীতিনির্ধারণী ডিসকোর্স

এপ্রিল মাসের টক শোগুলোর বিষয়বস্তু ও আলোচক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক ধরনের গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথাগত আওয়ামী লীগ-বিএনপি দ্বিমেরু রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন শক্তির উত্থান এবং সেই শক্তির সাথে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর মিথস্ক্রিয়া ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

জুলাই সনদ ও সাংবিধানিক পুনর্গঠন

এপ্রিল মাসের আলোচনার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী বিষয়বস্তু ছিল ‘জুলাই সনদ’ বা ‘জুলাই চার্টার’। ২০২৪ সালের আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে যে ৮৪ দফা সম্বলিত সনদ প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা গণভোটে ৬৮.৮% সমর্থন লাভ করলেও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে সংসদে এবং রাজপথে তীব্র বিতর্ক চলছে। সময় টিভি এবং জিটিভির আলোচনায় এই বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে। বিশেষ করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার যে প্রস্তাবনাগুলো সনদে রয়েছে, তা বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর কতটা নির্ভরশীল—তা নিয়ে আলোচকরা তাদের বিশ্লেষণাত্মক অভিমত প্রদান করেছেন।

নব্য রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বা ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি, যা মূলত ছাত্র আন্দোলনের ফসল হিসেবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হয়েছিল, তারা এই মাসে টক শোগুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছে। ডাটা অনুযায়ী, এনসিপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যেমন সারোয়ার তুষার, জয়নাল আবেদীন শিশির এবং মনিরা শারমিন এপ্রিল মাসের ব্যস্ততম আলোচকদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন। তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল—ফ্যাসিবাদের পুনরাবৃত্তি রোধ এবং ‘বিপ্লব, বিকল্প ও পুনর্গঠন’-এর মাধ্যমে একটি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা।

অর্থনৈতিক ও জ্বালানি নিরাপত্তা

এপ্রিল মাসে বৈশ্বিক অস্থিরতা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার প্রভাবে বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট এবং বাজার ব্যবস্থাপনার অস্থিতিশীলতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। চ্যানেল আই-এর আলোচনায় জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা তেলের রাজনীতি এবং যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশের আবাসন ও কৃষি খাতের ঝুঁকির কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়া এখন টিভি-র আলোচনায় ব্যাংকিং

খাতের লুটপাট এবং এস আলম গ্রুপের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়ম নিয়ে যে সাহসী বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, তা জনমনে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করেছে।

আলোচনার বিষয়বস্তুর বিবর্তন

এপ্রিল মাসের আলোচনাগুলো স্থির ছিল না, বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রতি সপ্তাহে আলোচনার মোড় পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রথম সপ্তাহ (১-৭ এপ্রিল): সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন

মাসের শুরুতে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ‘জুলাই সনদ’, সংবিধান সংস্কার এবং নবগঠিত সরকারের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জসমূহ। সময় টিভি এবং চ্যানেল ২৪-এ এই সময় “সংবিধান সংস্কার নাকি সংশোধন” এবং “জুলাই সনদ-গণভোট বিতর্ক” নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

দ্বিতীয় সপ্তাহ (৮-১৪ এপ্রিল): সংকট ও বৈচিত্র্য

এই সপ্তাহে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকা, জ্বালানি সংকট এবং পহেলা বৈশাখ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পায়। যমুনা টিভিতে “নতুন বছরে রাজনীতি” এবং চ্যানেল আই-তে “তেল নিয়ে রাজনীতি” ছিল এই সময়ের উল্লেখযোগ্য টপিক।

তৃতীয় সপ্তাহ (১৫-২১ এপ্রিল): সরকারী কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও আস্থার সংকট

সরকারের ৬০ দিন পূর্তি উপলক্ষে এই সপ্তাহে কার্যক্রমের কঠোর পর্যালোচনা করা হয়। “আস্থার সংকট কেন?” এবং “সংস্কারের সংশয়?”—এর মতো বিষয়ে আলোচকরা সরকারের ধীরগতি নিয়ে সমালোচনা করেন। এছাড়া আবাসন খাতের সংকট এবং সংসদের ভেতরে নারীর হিস্যা নিয়ে এই সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

চতুর্থ সপ্তাহ (২২-৩০ এপ্রিল): অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ভূ-রাজনীতি

মাসের শেষ দিকে এসে আলোচনার ফোকাস সরে যায় ব্যাংকিং খাতের লুটপাট, এস আলম গ্রুপের অনিয়ম এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তার ওপর। “ব্যালেন্স অব পাওয়ার” এবং “৭১ দিনের রাজনীতি” নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এপ্রিল মাসের ডিসকোর্স শেষ হয়।

রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি বিশ্লেষণ

তথ্য অনুসারে এপ্রিল মাসে টক শোগুলোতে **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)** এবং **বিএনপি**-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল বেশি।

- জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি/NCP):** এই দলের প্রতিনিধিদের প্রায় প্রতিটি চ্যানেলে এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেই দেখা গেছে। সারোয়ার তুষার (১০ বার), জয়নাল আবেদীন শিশির (৫ বার), মনিরা শারমিন (৫ বার) এবং সারজিস আলমের মতো নেতারা আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন। বিশেষ করে নতুন রাজনৈতিক ন্যারেটিভ এবং সংস্কার ইস্যুতে তাদের উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে বেশি।
- বিএনপি (BNP):** সরকারী দল হিসেবে বিএনপির উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ফজলে হুদা বাবুল (৮ বার) ছাড়াও হাবিবুর রহমান হাবিব, কামরুজ্জামান রতন এবং এবিএম মোশাররফ হোসেনের মতো নেতারা নিয়মিত বিভিন্ন চ্যানেলে কথা বলেছেন। তারা মূলত সংসদীয় রাজনীতি এবং সরকারের সমালোচনা বিষয়ক আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছেন।
- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী:** সময় টিভি এবং চ্যানেল ২৪-এ এই দলের নেতাদের (যেমন: সালাহউদ্দিন আইউবী, ড. আব্দুল কামাল) উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
- এবি পার্টি (AB Party):** ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ এবং মজিবুর রহমান মঞ্জু সময় টিভি ও জিটিভিতে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন।
- বামপন্থী দলগুলো:** সিপিবি (রুহিন হোসেন প্রিন্স) এবং বাসদ (রাজেকুজ্জামান রতন)-এর প্রতিনিধিরা মূলত জিটিভি এবং এখন টিভিতে স্থান পেয়েছেন।

বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের প্রাধান্য

এ মাসে সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছেন **সিনিয়র সাংবাদিক** এবং **রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ**।

- **সাংবাদিক ও কলামিস্ট:** এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ। মাসুদ কামাল (৯ বার), সোহরাব হাসান (৭ বার) এবং আশরাফ কায়সারের (৬ বার) মতো পেশাদার সংবাদকর্মীরা প্রায় প্রতিটি চ্যানেলে বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন। তারা মূলত রাজনৈতিক কৌশল এবং মিডিয়া ন্যারেটিভ বিশ্লেষণ করেছেন।
- **একাডেমিক ও শিক্ষক:** ড. আসিফ শাহান, ড. রেজওয়ানা করিম স্মিত্তা এবং ড. সামিনা লুৎফার মতো শিক্ষাবিদরা সমাজবিজ্ঞান এবং সুশাসন সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।
- **নিরাপত্তা ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ:** কর্নেল (অব.) কাজী শরিফ উদ্দিন এবং মোল্লা এম আমজাদ হোসেন মূলত চ্যানেল আই এবং যমুনা টিভিতে জ্বালানি সংকট ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন।
- **আইনজীবী:** ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং অ্যাডভোকেট শিশির মনিরের মতো আইনজীবীরা মানবাধিকার ও বিচারিক প্রক্রিয়া বিষয়ক টক শো-তে স্থান পেয়েছেন।

ম্যারাথন আলোচক এবং 'চ্যানেল লয়্যালটি'

বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, কিছু আলোচক নির্দিষ্ট চ্যানেলের জন্য যেন "ফিক্সড" হয়ে গেছেন। এই লয়্যালটি বা আনুগত্যের কারণে আলোচনার বৈচিত্র্য অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

চ্যানেল-ভিত্তিক আনুগত্য

- **চ্যানেল আই:** জয়নাল আবেদীন শিশির এই চ্যানেলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন (৪ বার উপস্থিতি)। তাকে অন্য কোনো চ্যানেলে এত বেশি দেখা যায়নি।
- **সময় টিভি:** মাসুদ কামাল এবং সারোয়ার তুষার এই চ্যানেলের প্রধান আলোচক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বিশেষ করে এনসিপি নেতাদের সবচেয়ে বেশি আমন্ত্রণ জানিয়েছে সময় টিভি।
- **যমুনা টিভি:** বিএনপি'র ফজলে হুদা বাবুল (৩ বার) এই চ্যানেলের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছেন।

ম্যারাথন উপস্থিতি

একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেলে উপস্থিত থেকেছেন এমন আলোচকদের মধ্যে সারোয়ার তুষার (০১ এপ্রিল), মাসুদ কামাল (০৫ এপ্রিল) এবং ফজলে হুদা বাবুল (১৬ এপ্রিল) উল্লেখযোগ্য। এটি প্রমাণ করে যে, মিডিয়ার একটি নির্দিষ্ট অংশ মাত্র কয়েকজন পরিচিত মুখের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল, যা নতুন এবং তৃণমূলের নেতৃত্বকে আলোচনায় নিয়ে আসার পথে বড় বাধা।

চ্যানেল ভিত্তিক টপিক ও পেশার প্রাধান্য

চ্যানেল	টপিক প্রাধান্য	প্রাধান্য পাওয়া এক্সপার্ট
চ্যানেল আই	জ্বালানি সংকট, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও অর্থনীতি	জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
জিটিভি	সংস্কার, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সংস্কৃতি	সাংবাদিক, কবি, গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী
সময় টিভি	সংবিধান সংস্কার, জুলাই সনদ ও সংসদীয় বিতর্ক	জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক
চ্যানেল ২৪	সংস্কারে সংশয়, কর্মঘণ্টা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি	বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদ
যমুনা টিভি	সরকারের নীতি বাস্তবায়ন ও সংসদীয় চ্যালেঞ্জ	বর্তমান সংসদ সদস্য (MP) ও একাডেমিক গবেষক
এখন টিভি	ব্যাংকিং খাত, দুর্নীতি ও ছাত্র রাজনীতি	অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও মানবাধিকার কর্মী
একাত্তর টিভি	দৈনিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ	ক্যারিয়ার পলিটিশিয়ান ও রাজনৈতিক কলামিস্ট

(বি.দ্র.: এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সকল তথ্য ও উপাত্ত এপ্রিল ২০২৬-এর টেলিভিশন মনিটরিং ডাটা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা সারসংক্ষেপের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।)